রসুন গাছের পাতার আগা মরা রোগ ও তাঁর প্রতিকার

রসুন গাছের পাতার আগামরা (Tipburn/tip dieback) শারীরবৃত্তীয় একটি অ-সংক্রামক রোগ (Non-infectious diseases)। জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকের সময়ে এ রোগকে স্বাভাবিকভাবে বিবেচনা করা হলেও রসুন জাতীয় ফসলের ক্ষেতে বর্তমানে টিপবার্ন প্রায়শই ঘটছে এবং ক্রমবর্ধমান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৌসুমের প্রথম দিকে হঠাৎ করে মাঝারি থেকে তীব্র শৈত্য প্রবাহের ঠান্ডা আবহাওয়ায় ফসল খাপ খাওয়াতে না পারা বা পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা জনিত কারণে বা পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে রসুনের পাতার আগায় প্রথমে পানি ভেজা সাদা দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে ও পাতার টিস্যু প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অবশেষে আগা শুকিয়ে সাদা হয়ে মারা যায়,এবং গাছ ক্রমশঃ দূর্বল বা চিকন হয়ে যায়। ফসলের মাঠ পর্যাপ্ত সূর্যালোক পেলে ও সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে রসুনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় থাকে। রসুন বাংলাদেশের একটি অর্থকরী মসলা ফসল ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ গুনসম্পন্ন ভোগ্যপণ্য, তাই প্রথম থেকেই রসুন জাতীয় ফসল চাষে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

আক্রমণের আগে করণীয় ঃ

১. সুস্থ, সবল ও পরিস্কার বীজ কোয়া আগাম বপন করা।
২. সুষম সার ব্যবহার করা।
৩. বিকল্প পোষক যেমনঃ আগাছা পরিস্কার রাখা।

আক্রমণ হলে করণীয় ঃ

১. আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায়ই ব্যবস্থা নিতে হবে ।
২. আইপ্রোডিয়ন বা মেনকোজেব+ মেটালোক্সিল জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমনঃ রোভরাল ১ গ্রাম + রিডোমিল গোল্ড ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা। এর পরদিন স্কোর ২৫০ ইসি, ০.৫ মিলি/১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এতে থ্রিপস জাতীয় শোষক পোকা দমন হবে।
৩. উপরোক্ত বালাইনাশক প্রয়োগের ১০ দিন পরে এমিস্টার টপ বা ক্যাব্রিওটপ ১.০ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।
৪. গাছের স্বভাবিক বৃদ্ধির জন্য সেচ দেওয়ার পর জো আসলে মাটি আলগা করে এবং তার পর ছাই দিতে হবে।
৫. ফসলের ক্ষেতে শুকনো খড় দিয়ে ৪-৫সেন্টিমিটার পাতলা করে মাল্‌চিং করলে উপকার পাওয়া যায়।
৬. রসুন গাছের পাতায় ডায়ানিয়াম ফসফেট (DAP) ২% হারে (১০০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম) ৭দিন পর পর স্প্রে করতেহবে (Foliar spray of DAP 2% twice at fortnightly intervals)।

এছাড়াও

১. রসুন গাছের বয়স ৪২-৪৫ দিন হওয়ার পরও যদি গাছ দূর্বল হয় এবং পাতার আগা শুকিয়ে সাদা বা বা হালক হলদে রং ধারন করে তাহলে প্রতিকার হিসাবে রোভরাল প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

২. বিনা চাষে রসুনের ক্ষেত্রে যদি গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি না হয়, রসুনের গোড়া পঁচা (শিকড়) এবং সেখানে যদি ক্ষুদ্রাকৃতির ছোট ছোট সাদা রংয়ের পোকা দেখা যায় এবং পরিমিত সার ও সেচ প্রয়োগ করার পরেও কাজ না হলে প্রতিকার হিসাবে ডেসিস ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৩. রসুন গাছে পাতা ঝলসানো রোগ দেখা দিলে প্রতিকার হিসাবে প্রতি লিটার পানিতে ডাইথেন এম-৪৫ ২ গ্রাম+ রোভরাল ১ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে.ভালোভাবে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করা যেতে পারে।

৪. রসুনের পাতা কুঁকড়ে এবং হলুদ হয়ে গেলে প্রতিকার হিসাবে স্কোর ২৫০ ইসি, ০.৫ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। মাটি আলগা করে সেচ দিতে হবে ও পরে ছাই দিতে হবে।